ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 1

059

'স্কুল শিক্ষকদের সর্বনিম্ন মাহিনা ১৩ শত টাকা নির্ধারণ করুন'

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান আহূত প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে গত শনিবার বায়তুল মোকাররম স্কোয়ারে আয়োজিত শিক্ষক সমাবেশে স্কুল শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতন ১৩ শত টাকা নির্ধারণ, পঁচাশির জুন হইতে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য বর্ধিত বেতন স্কেল কার্যকর করা, বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ১ শত ভাগ সরকার কর্তৃক বহনের দাবী জানাইয়া বলা হয়, দাবী পূরণ না হইলে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি দেশের সকল স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

সভায় বক্তৃতাকালে জনাব কামরুজ্জামান বলেন, আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়া গিয়াছে। আগামী এসএসসি পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গেলেও কিছু করার থাকিবে না। শিক্ষকরা আজ অক্ষম পিতা, অক্ষম স্বামী। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং শিক্ষার জাতীয়করণ ছাড়া শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হইবে না। শিক্ষা ক্ষেত্র এবং শিক্ষকদের বিদ্যমান বৈষম্য বিলোপের দাবী জানাইয়া তিনি বলেন, কুদরতে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের সর্বনিম্ন মাহিনা

(৩য় পৃঃ পর)

খোদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ক্যাডেট কলেজ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল বিলোপের সুপারিশ করা হইয়াছিল। ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সন্তানেরা এই সকল প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শিখিয়া ভাগ্যবান হিসাবে গড়িয়া উঠে।

হেনা দাস বলেন, শিক্ষকরা আজ প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি ও বৈষম্যের শিকার। ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সম্মেলনে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হইবে। সমাবেশ শেষে শিক্ষকরা একটি মিছিল বাহির করেন।

বাংলাদেশ শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থী ঐক্য পরিষদ প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ষ্টাইপেণ্ড এক হাজার টাকা, শিক্ষকদের নূতন বেতন স্কেল ১৯৮৫ সনের জুন থেকে কার্যকরীকরণসহ ১৪ দফা দাবীতে ১৪ই জানুয়ারী সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ক্লাস বর্জন, মিছিল এবং ১৬ই জানুয়ারী হইতে অবিরাম ধর্মঘটের কর্মসূচী লইয়াছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তির।